ISSN 2348-8468

জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ সান্ধ্য

বাংলা পত্রিকা

কৃষ্টি

তিপান্ন বর্ষ

Dipak Maiti

২০১৯ ১৪২৬

Scanned by TapScanner

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়		1
বাংলা সাহিত্য গোষ্ঠীর(ইচ্ছে) সংবাদ		2
কলেজ অধ্যক্ষের বার্তা		3
প্রবন্ধ		
নারীবাদ ও লিঙ্গ রাজনীতি : প্রসঙ্গত খনার বচন	মুন্সী মহম্মদ ইউনুস	5
প্রাক্-উপনিবেশ পর্বের বাংলা সাহিত্যের ধারায় বাংলা প্রণয় কাব্যে প্রেমের অভিনব স্বরূপঃ একটি আলোচনা	মহঃ জামিলুর রহমান	17
জ্ঞান বিচিত্রা : একটি বিশ্লেষণী পাঠ	দীপক মাইতি	23
প্রতিবাদের ভিন্ন স্বরে সাহিত্যের নারী	রুক্সানা খাতুন	29
চাপড়া জনপদের লিটল ম্যাগাজিন চর্চা	রবিউল ইসলাম	32
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে...	শাশ্বতী গাঙ্গুলী	37
সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণে প্রতিবেশীর অবস্থান	সুকান্ত ঘোষ	44
বাংলা কবিতা ও আন্তর্বয়ানিকতা	তন্ময় বীর	50
প্রতিবেশি ও বিশ্বসাহিত্য – কথায় কথায়		
ইংরেজি সাহিত্য - অধ্যাপক আল্-মহসিনা মুজাম্মিল		55
হিন্দি সাহিত্য - অধ্যাপক প্রভাত রঞ্জন		58
উর্দু সাহিত্য - অধ্যাপক জাহির রাহমাতি		61
ফারসি সাহিত্য - অধ্যাপক খুরশিদ আহমেদ		64
সংস্কৃত সাহিত্য - অধ্যাপক মারুফুর রহমান		66
আরবি সাহিত্য - অধ্যাপক মহম্মদ আকরাম		68
পুস্তক সমালোচনা		
গান্ধর্বীঃ একজন সঙ্গীতকারের জীবন	মধুমিতা চক্রবর্তী	71
'বনভোজন' – রিমি দে	শ্রীতা মুখার্জী	73
ছাত্র ছাত্রীদের পাতা		

Dipak Maiti

Scanned by TapScanner

জ্ঞান বিচিত্রা : একটি বিশ্লেষণী পাঠ

দীপক মাইতি

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কিরোড়িমাল কলেজ

বিজ্ঞানসাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের অবদান অস্বীকার করে যায় না। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের উন্নতিতে বিজ্ঞান বিষয়ক বই অপেক্ষা বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা ও বিজ্ঞান পত্রিকার অবদান ছিল অনেক বেশি। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠগন্ডি থেকে ছাড়িয়ে বিজ্ঞানালোচনাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সাময়িক পত্র-পত্রিকা। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মার্শম্যান সম্পাদিত 'দিগ্‌দর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮ খ্রিঃ) পত্রিকার নাম। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হত। সাহিত্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার পাশাপাশি বিজ্ঞানসাহিত্যে বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকার অবদানও কম ছিল না। বাংলায় লেখা প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা 'পশ্বাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। (বিমলকান্তি সেন, ২০০১, ৯) এই পত্রিকার প্রথম পর্যায়ে মোট ছ'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রত্যেক সংখ্যায় কেবলমাত্র একটি প্রাণীর বিবরণ থাকত। এরপর 'বিজ্ঞান সেবধি' (১৮৩২ খ্রিঃ), 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ' (১৮৩৩ খ্রিঃ), 'পক্ষির বিবরণ' (১৮৪৪ খ্রিঃ), 'বিজ্ঞান কৌমুদী' (১৮৬০ খ্রিঃ), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭১ খ্রিঃ), 'বিজ্ঞান-বিকাশ' (১৮৭৩ খ্রিঃ), 'বিজ্ঞানদর্পণ' (১৮৭৬ খ্রিঃ), 'সচিত্র বিজ্ঞানদর্পণ' (১৮৮২ খ্রিঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যা বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের এই ধারা বিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। এই যুগের উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির মধ্যে 'বিজ্ঞান' (১৯১২ খ্রিঃ), 'প্রকৃতি' (১৯২৪ খ্রিঃ), 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (১৯৪৮ খ্রিঃ), 'প্রকৃতিজ্ঞান' (১৯৭৬ খ্রিঃ), 'বিজ্ঞান মনীষা' (১৯৭৭ খ্রিঃ), 'বিজ্ঞান প্রদীপ' (১৯৮০ খ্রিঃ), 'বিজ্ঞান সমাচার' (১৯৮১ খ্রিঃ), 'বিজ্ঞান মেলা' (১৯৮১ খ্রিঃ), 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' (১৯৮১ খ্রিঃ) প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির সবই মূল বাংলা ভূ-খন্ড তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তবে মূল বাংলা ভূ-খন্ড তথা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলাভাষায় যে একেবারেই বিজ্ঞান চর্চা হয়নি তা নয়। পশ্চিমবঙ্গ বাদে ভারতবর্ষের যে সমস্ত প্রান্তিক অঞ্চলে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা অন্যতম। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই রাজ্যটি দীর্ঘদিন রাজন্যশাসিত স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং সেই মধ্যযুগ থেকেই রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই রাজন্য আমলেই ত্রিপুরায় যেমন বাংলা কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতির বই দেখা যায় তেমনি সেই সময়ে ত্রিপুরার রাজাদের আগ্রহে বেশ কিছু সাময়িক পত্রিকার প্রকাশও লক্ষ করা যায়। 'রবি' পত্রিকার মত জনপ্রিয় সাহিত্য সাময়িক পত্রিকা যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে একথা সত্য ত্রিপুরার রাজন্য আমলে ত্রিপুরার রাজারা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন কাব্য-কবিতা চর্চার প্রতি যতটা উৎসাহী ছিলেন, জগদীশচন্দ্র বসুকে বিলেত যাত্রার জন্য আর্থিক সাহায্য করার মত দু'একটি ঘটনা বাদ দিলে বিজ্ঞান বিষয় তথা বাংলা বিজ্ঞানালোচনার প্রতি তাঁরা ততটা আগ্রহ দেখাননি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজন্যশাসিত এই রাজ্যটি ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর মূলত এখানে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সূচনা হয়। তাই ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়।

রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় বিজ্ঞান চর্চার প্রচলন তেমন না থাকলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ত্রিপুরা থেকে বাংলা ভাষায় প্রায় শতাধিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ও বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির মধ্যে সঞ্জয় ব্যানার্জী সম্পাদিত 'বিজ্ঞান প্রবাহ' একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। পত্রিকাটি ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত প্রথম

Dipak Maiti

Scanned by TapScanner